12

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 15 OCT 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

জনমত

দূর শিক্ষণে কৃষি শিক্ষা সম্ভব নয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় স্বাক্ষরিত ডি এ লেটার নং শা-১০/বিবিধ ১৪-১/৯৪(অংশ-১)/১৩৯১ শিক্ষা তাং ২৮-৮-৯৫ মোতাবেক জানা গেলো, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দূর শিক্ষণের মাধ্যমে দেশে কৃষি স্নাতক কোর্স চালু হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উন্নতির উপর বাংলাদেশের উন্নতি অনেকাংশে নির্ভরশীল।

সেজন্য দরকার দক্ষ কৃষিবিদ। কৃষিবিদগণ তাদের অর্জিত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে আসছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, তিনটি সরকারী কৃষি কলেজ এবং একটি বেসরকারী কৃষি কলেজ দক্ষ কৃষিবিদ তৈরিতে নিয়োজিত। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রয়োজনীয় আধুনিক গবেষণাগারের অভাব রয়েছে। কৃষিবিদগণের দক্ষতা নির্ভর করে ব্যবহারিক জ্ঞানের উপর। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় 'দূর শিক্ষা' প্রোগ্রামের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শিক্ষাদান করে থাকে। কৃষি, প্রকৌশল এবং চিকিৎসা শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক্যাল শাখাসমূহে কখনই পরোক্ষ, পদ্ধতির মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন সম্ভব নয়। এসব শাখায় ব্যবহারিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থানা কৃষি নার্সারী এবং বিভিন্ন কৃষি ফার্মসমূহকে দূরশিক্ষণের কৃষি স্নাতক ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক ল্যাবরেটরি হিসাবে ব্যবহারের কথা বলেছেন। কৃষি (স্নাতক) বিষয়ে কতকগুলো বিষয় যেমন, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, প্রাণ রসায়ন, কৃষি রসায়ন, জেনেটিক্স, ক্রপ বোটানী, প্লান্টপ্যাথলজী, কৌলিতত্ত্ব, এন্টোমোলজী, হর্টিকালচার প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞানের জন্য যেখানে অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি দরকার সেখানে থানা কৃষি নার্সারী বা কৃষি ফার্মসমূহের ভূমিকা কি আদৌ আছে! ১৯৮০ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ খোলা হয়েছিল এবং একটি ব্যাচ ভর্তি করা হয়েছিল।

কিন্তু প্রয়োজনীয় গবেষণাগার এবং গবেষণা প্লটের অভাবে শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কৃষি অনুষদ বন্ধ করতে বাধ্য হন। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যেখানে নিজস্ব কোন গবেষণাগার ও গবেষণা প্লট নেই, সেখানে কৃষি শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক্যাল শিক্ষা দূরশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি স্নাতক ডিগ্রী কি ভাবে প্রদান করা হবে? এ ধরনের সিদ্ধান্ত আমাদের শুধু বিস্মিতই নয় বরং অবাকও করেছে। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে কৃষি শিক্ষার মান কমে সাধারণ শিক্ষার সমান হতে বাধ্য যা টেকনিক্যাল শিক্ষার অবমূল্যায়ন এবং কৃষি ক্ষেত্রকে পঙ্গু করে দেবার জন্য যথেষ্ট। কৃষি ক্ষেত্রের উন্নতি চাইলে দূরশিক্ষণ প্রোগ্রামের মাধ্যমে কৃষি স্নাতক ডিগ্রী প্রদান নয় বরং বর্তমানে কৃষি স্নাতক ডিগ্রী প্রদানে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আরও আধুনিকীকরণ দরকার।

দূরশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি স্নাতক কোর্স চালুর পূর্বে সিদ্ধান্তটি পুনরায় বিবেচনা করে কৃষি শিক্ষার মান রক্ষা এবং কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হাত থেকে এ দরিদ্র দেশটিকে রক্ষার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোহাম্মদ মাজহারুল মাসুদ
৪০১/শহীদ জিহাদ হল
হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ
দিনাজপুর।